খন্দকার জাহিদ হাসান

উত্তম কুমার ও এলিজাবেথ টেইলরের ফেসবুক মিলন

[২০১১ সালের তেইশে মার্চ বিশ্ববিখ্যাত সুন্দরী চিত্রতারকা এলিজাবেথ টেলর ওরফে লিজ টেলর ইহধাম ত্যাগ করলেন। সুনাম, সুখ্যাতি, ভোগ-বিলাস আর অগণিত মানুষের ভালবাসার মাঝে সারাটি জীবন যার কেটেছে, পরপারে গিয়েও তিনি সেই একই ধরণের জীবনযাত্রা পেতে চাইবেন– এটাই স্বাভাবিক। ইতিমধ্যেই পরলোকগত অনেক পুরুষ ও মহিলা তারকার সাথে লিজ টেলরের দেখা হল। সবাই পুনর্যৌবন ফিরে পেয়েছে। লিজ নিজেও। পুরুষ তারকাদের অনেকেই ফেলে-আসা পৃথিবীর চলচ্চিত্রাঙ্গনে লিজের চারিদিকে ঘুরঘুর করত। আবার অনেকের সাথে তাঁর সখ্যতাও হয়ে গিয়েছিল।

একদিন হঠাৎ বাংলা চিত্র জগতের মহানায়ক উত্তমকুমার লিজ টেলরের সুনজরে পড়ে গেলেন। তাকে-তাকে ছিলেন লিজ। তারপর এক সময় অমরাবতীর এক কুঞ্জবনে মহানায়ককে একান্তে পেয়ে গেলেন তিনি। ওখানে সবাই একে অপরকে 'তুমি' করে সম্বোধন করত। উত্তমকুমার তাঁর স্বভাবসিদ্ধ শিষ্টতায় দু'হাত জোড় করে লিজ টেলরের উদ্দেশ্যে সামান্য মাথা নোয়ালেন।]

লিজ টেলরঃ ইন্ডিয়ান?

উত্তমকুমারঃ আজ্ঞে হ্যাঁ। তবে আমি কিন্তু তোমাদের স্টেট্‌সের সেই অর্ধোলঙ্গ রেড ইন্ডিয়ান গোত্রের কেউ নই। আমি হলাম গিয়ে ব্রিটিশ কলোনী ইন্ডিয়ার অন্তর্ভুক্ত শিল্প-সাহিত্যের পীঠস্থান বেংগলের সেই...

লিজ টেলরঃ (সামান্য বাধাচ্ছলে) আমাকে কি তেমন বোকা ঠাউরেছ? মানুষকে গুলিয়ে ফেলার মতো মানুষ আমি নই।

উত্তমকুমারঃ সে তো বটেই। তোমার ডান গালের ঐ মিষ্টি কালো তিলটাই তো বলে দিচ্ছে যে, তুমি লিজ টেলর। তুমি কি আর মানুষ চিনতে ভুল করো!

লিজ টেলরঃ (অপেক্ষাকৃত মোলায়েম স্বরে) আমি তো জানিই যে, তুমি রেড ইন্ডিয়ান নও। তুমি হচ্ছ মহাত্মা গান্ধীর গ্রেট ইন্ডিয়ার বাসিন্দা।

উত্তমকুমারঃ বাহ্ বাহ্, বেড়ে বলেছ! তবে কথা হচ্ছে গিয়ে তোমরা আবার উভয়কেই 'ইন্ডিয়ান' বলো কিনা! শব্দটা খুব-ই কন্‌ফিউজিং! অনেকটা 'ডক্টর' শব্দের মতো– চিকিৎসা শাস্ত্রের ডাক্তার, নাকি অন্য কোনো সাবজেক্টের পি.এইচ.ডি.– সেই ধন্দে পড়ে যেতে হয়।

লিজ টেলরঃ এখন ও-সব কথা থাক।

উত্তমকুমারঃ (আকর্ণবিস্তৃত হাসি হেসে) ঠিক আছে, থাকল।

লিজ টেলরঃ আচ্ছা, তোমাকে খুব চেনা চেনা লাগছে। আগে কোথায় দেখা হয়েছিল বলোতো?

উত্তমকুমারঃ কোথাও না। আসলে আমার চেহারাটাই ও-রকম। নতুন দেখলেও মনে হয়, কোথায় যেন দেকেচি! সাদামাটা চেহারা তো!!

লিজ টেলরঃ তখন থেকে কি যে পাগলের মতো বকছ, তার কোনো ঠিক নেই। সাদামাটা হবে কেন? সত্যি কথা-টা হ-লো...

উত্তমকুমারঃ আবার ব্রেক মারছ কেন? অত 'কিন্তু কিন্তু' না করে বলেই ফেল না!

লিজ টেলরঃ সত্যি কথাটা হলোঃ এখানে প্রথম তোমায় যখন দেখলুম,আমার তো বিশ্বাসই হয়নি যে, কালো মানুষদের মধ্যে এমন কাটা-কাটা চেহারার স্মার্ট লোকও থাকতে পারে।

উত্তমকুমারঃ এই হলো তোমাদের আরেক দোষ। কেউ সাদা না হলেই অম্‌নি তাকে বলে বসবে 'কালো'। আমি কি কালো নাকি? আমি হলাম ব্রাউন।

লিজ টেলরঃ মনে কোনো দুঃখ নিও না ডার্লিং! আমি কথাটা সেই অর্থে বলিনি।

উত্তমকুমারঃ এত করে যখন বলছ, তখন ঠিক আছে, নিলাম না দুঃখ।

লিজ টেলরঃ ইয়ে, তোমার পরিচয় কিন্তু এখনও পেয়ে উঠিনি আমি।

উত্তমকুমারঃ পরিচয় তো দিতেই যাচ্ছিলাম ম্যাডাম। তুমিই তো বাগড়া দিলে! (নাটকীয় ভঙ্গীতে) আমি হলাম বাংলা ছায়াছবির হিরো উত্তমকুমার।

লিজ টেলরঃ ও-ও-ও-, ট্যালিউডের সেই উত্তমকুমার! তাই বলো। তোমার কোনো ফিল্ম আমার দেখা হয়ে ওঠেনি বটে, তবে তোমার নাম কিন্তু আমি অনেকবার শুনেছি। তোমার ফটোও দু'একবার দেখেছি। তাই তো এত চেনা-চেনা লাগছে তোমায়।

উত্তমকুমারঃ চেনা-চেনা লাগার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।

লিজ টেলরঃ তোমার সাথে অভিনয় করার খুব ইচ্ছেও আমার হয়েছিল গো! কিন্তু এত অল্প বয়সে তুমি পটল তুললে যে, সেটি আর হয়ে উঠল না!

উত্তমকুমারঃ শেষ পর্যন্ত গুল মারা শুরু করে দিলে তো!

লিজ টেলরঃ ছি-ছি, গুল মারব কেন? এই তো কিছুক্ষণ আগেই হলিউডের ফিল্ম ডিরেক্টর জর্জ স্টিভেন্‌সের সাথে দেখা হয়েছিল। ওকেই না হয় জিজ্ঞেস করে দেখ, আমি মিথ্যে বল্‌ছি কিনা!

উত্তমকুমারঃ সে না হয় করা যাবে'খন। এখন বলোতো ম্যাডাম, তুমি এত দেরী করে টাঁসলে কেন।

লিজ টেলরঃ তার মানে?

উত্তমকুমারঃ না, বলছিলাম কি, একজন ডাকসাইটে চিত্র-নায়িকার ঊনআশিটা বছর বেঁচে থাকাটা খুব বাড়াবাড়ি হয়ে যায় না কি? তার চেয়ে বরং গ্ল্যামার থাকতে থাকতে দুনিয়া থেকে বিদেয় নেওয়াটাই তো বুদ্ধিমানের কাজ।

লিজ টেলরঃ তুমি ঠিক-ই বলেছ ডার্লিং। শেষের দিকে বুড়িয়ে যেতে যেতে হাঁপিয়ে উঠেছিলাম!

উত্তমকুমারঃ (কিছুটা স্বগতোক্তির মতো করে) আর একজনও ঠিক এক-ই ভুল করচেন!

লিজ টেলরঃ কি বললে! তুমি কার কথা বলছিলে?

উত্তমকুমারঃ (আত্মস্থ হয়ে) না-না, কারও কথা বলিনি।

লিজ টেলরঃ আচ্ছা, ঠিক আছে। এবার শোনো। আমার একটা কথা বিশ্বাস করবে? তোমাকে দেখেই না আমার প্রথম জীবনের ফেভারিট নায়ক রক্ হাড্‌সনের কথা মনে পড়ে গেল। তোমার চেহারায় কোথায় যেন হাড্‌সনের ফিকে একটা আদল পাওয়া যায়।

উত্তমকুমারঃ এই মরেছে! রক্ হাড্‌সন্ ছাড়া আর কারো কথাই তোমার মনে পড়ল না?

লিজ টেলরঃ (কিছুটা কঠিন গলাতে) শোনো, রক্ হাড্‌সন্ সম্পর্কে তোমরা যা ভাবো, তা একেবারেই ভিত্তিহীন। ও মোটেও হিঁজড়ে ছিল না।

উত্তমকুমারঃ লেব্বাবা! আমি কি তাই মিন্ করলাম নাকি? আমি বল্‌তে চাইছি ম্যাডাম যে, হাড্‌সনের চেহারাটা বড্ড বেশী কোমল আর মেয়েলী ধাঁচের।

লিজ টেলরঃ অ্যায়, কথায় কথায় আমায় অমন 'ম্যাডাম-ম্যাডাম' কোরো না তো। তার চেয়ে 'ডার্লিং' বলে ডাকতে পারো না?... আর শোনো, এবার কাজের কথা হোক।

উত্তমকুমারঃ কাজের কথা আবার কিগো! এতক্ষণ কি তবে দু'জন অকাজের কথা বলছিলাম?

লিজ টেলরঃ বলছিলাম-ই তো! কাজের কথা হলঃ এখানে আমরা এখন থেকে সুন্দর সুন্দর সব জিনিস করে সময় কাটাব।

উত্তমকুমারঃ তুমি কি অভিনয় করার কথা বলছ?

লিজ টেলরঃ হ্যাঁ, অভিনয় তো রয়েছেই। তা ছাড়া আরও অনেক অনেক জিনিস রয়েছে করার।

উত্তমকুমারঃ যথা?

লিজ টেলরঃ যথা, ক্লাবিং, ড্রিঙ্কিং, ড্রাইভিং, ফ্লাইং। তারপর ধরো এই ফেস্‌বুকিং।

উত্তমকুমারঃ ফে-স্-বু-কি-ং! সেটি আবার কি চিজ?

লিজ টেলরঃ অ। তুমি তো আবার সেই মোঘল আমলে পৃথিবী থেকে ভেগেছ। তুমি আর ওটা সম্বন্ধে কি জানবে! এই ধরো আমারই কথা। শারীরিক দূরাবস্থার কারণে অ্যাকটিং, ক্লাবিং, ড্রাইভিং, ফ্লাইং– সবই তো গেল। বুড়ী বয়সে এই ড্রিঙ্কিং আর ফেস্‌বুকিং করেই তো আমার সময় কাটছিল। এর মধ্যে অন্‌গোয়িং কমেন্টিং আর চ্যাটিংটাই হচ্ছে সবচেয়ে থ্রিলিং।

উত্তমকুমারঃ ছাইপাঁশ কি সব যা-তা বকচ, কিছুই তো মাথায় ঢুকচে না!

লিজ টেলরঃ ভেবো না, তোমায় আমি সব শিখিয়ে-পড়িয়ে নেব। তবে একটা কথা।

উত্তমকুমারঃ কি কথা?

লিজ টেলরঃ আমার মনে খুব দুঃখ। তুমি কিন্তু আমাকে এখন পর্যন্ত একটিবারের জন্যও 'ডার্লিং' সম্বোধন করোনি।

উত্তমকুমারঃ হবে ডার্লিং। আস্তে আস্তে সব-ই হবে।

[দু'জনেই গলা মিলিয়ে তারঃস্বরে হেসে উঠলেন। অতঃপর পরলোকের চৌকষ সব টেকনিশিয়ানদের সাহায্য নিয়ে ইন্টারনেট চালু করা হল। ওদিকে চিত্রাভিনয়ও শুরু হয়ে গেল। লিজ টেলর অভিনয় ও অন্যান্য কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে উত্তমকুমারকে কম্পিউটার, ইন্টারনেট, ই-মেইল, ফেস্‌বুক, প্রভৃতি বিষয়ে সকল ধারণা প্রদান করলেন। তবে উত্তমের তেমন উৎসাহ লক্ষ্য করা যাচ্ছিল না। তাছাড়া শুধু দু'জনে মিলে তো আর ফেস্‌বুকিং করা যায় না! তাই লিজ টেলর আরও অনেক সাগরেদ জুটিয়ে ফেললেন। তাদের মধ্যে ছিলেন দেশ-বিদেশের প্রয়াতঃ সব চিত্রাভিনেতা, চিত্রাভিনেত্রী ও চিত্রামোদী দর্শক আর ভক্তগণ।

তারপর অমরাবতীতে জোরেশোরে ফেস্‌বুকের কর্মকান্ড শুরু হয়ে গেল। বেশ ক'দিন কেটে গেল। একদিন ঢাকার চলচ্চিত্র পাড়ার প্রয়াতঃ ভিলেন-কাম-হিরো কসিমের সাথে জনৈকা ভক্ত ফুল বানুর ফেস্‌বুক চ্যাটিং হচ্ছিল। ঐ জগতের ইন্টারনেট ও সফ্‌ট্‌ওয়্যার প্রযুক্তি এত উন্নত মানের যে, ক্রমাগত টাইপিংজনিত দৈহিক কসরতের কোনো প্রয়োজন পড়ে না। কেবল কী-বোর্ডের একটা বিশেষ বোতাম টিপে ধরে রেখে ইন্‌বিল্ট্ একটা মাইক্রোফোনের সামনে কথা বলতে থাকলেই বক্তব্য-বিষয় আপনাআপনি লিখিত হতে থাকে। এমনকি কথা বলার সময় কেউ দীর্ঘঃশ্বাস ফেললে সেটাও টেক্সটে আপনা-আপনি উল্লেখিত হয়ে যায়।

ফুল বানুঃ কসিম ভাই, আইজ তুমার অ্যাক্টিং জব্বর হইসে। একদম ফাটাফাটি! এক্কেরে খোদ লিশ্ টেলার ম্যাডামও অনেকবার হাত তালি দিছে। আমি নিজ চক্ষে দেখসি!

কসিমঃ ধন্যবাদ ফুল বানু।

ফুল বানুঃ বিশেষ কইরা ব্রুস্ লীর বুঁচা নাকে যে ঘুষাডা তুমি দিলা, তার কুনো জবাব নাই! বেচারার নাকখান আরও বুঁচা হইয়া গ্যাছে। শুটিং-এর সুমায় আমি তো প্রায় হাজারখানেক ফটো তুল্‌ছি, আর সবগুলান ফেস্‌বুকে আপ্‌লুড্‌ও কইরা ফালাইছি। তুমি দ্যাখছো?

কসিমঃ সরি, এখনও দেখা হয় নাই।

ফুল বানুঃ মুন দিয়া দেইখো, আর তুমার কমেন্টও দিও।

কসিমঃ আচ্ছা, দিমুনে।

ফুল বানুঃ আরেকখান কথা। আইজ শুটিং-এর সুমায় দ্যাখলাম উত্তমকুমার লিশ্ টেলাররে চোখ মারতাছিলো।

কসিমঃ সেটা কিছু না। অ্যাক্টিং-এর খাতিরে মাঝে মাঝে এমনটা করা লাগে।

ফুল বানুঃ তুমিও কিন্তুক আমারে চোখ মারসো।

কসিমঃ তোমারে মারুম ক্যান্! চোখ মারছিলাম মধুবালারে। ওটাও অ্যাক্টিং-এর খাতিরেই। তুমি বুঝবা না।

ফুল বানুঃ জ্বে না। আমি সব বুজি। তুমি আমারেই চোখ মারসো। তাও তি-ন-বা-র!

কসিমঃ কি খালি ফাল পাড়ো! মন দিয়া আমার কথা শুনো। আমার মনে হয় শুটিং-এর সময় মধুবালা আর তুমি একই অ্যাঙ্গেলে পড়ে গেছিলা। তাই তোমার মনে হইছে যে, আমি তোমারেই চোখ...

ফুল বানুঃ আইচ্ছা বুজছি। অহন এট্টু অইন্য কথা কও।

কসিমঃ সেই ভাল। হ্যাঁ, শুরুতে যেটা বলতেছিলাম। কথা হইলো গিয়া ঢাকার এফ.ডি.সি-তে কাম করে যে মজা পাইছিলাম, এখানে তা পাইতেছি না।

ফুল বানুঃ মজা না পাওয়ার কারণডা কি ?

কসিমঃ প্রথম কথা হইলোঃ এফ.ডি.সি-তে সবাই ছিলাম আমরা-আমরাই। বিদেশী বলতে একমাত্র জাভেদভাই। শোনা কথা যে, তিনি ছিলেন বিহারের লোক। যদিও ফের তিনি তা কখনও নিজমুখে স্বীকার করতেন না। তবে জাভেদভায়ের বাংলা উশ্চারনে হেইডা ধরা পইড়া যাইতো।

ফুল বানুঃ আর তুমার দ্বিতীয় কথা?

কসিমঃ আরে থামো, আমার প্রথম পয়েন্ট এখনও শ্যাষ হয় নাই। ঢাকার ফিল্ম লাইনে ছিলাম আমরা-আমরাই। আর এখানে চাইনীজ, বিলাতি, তুর্কী, আফ্রিকান— সব মাখামাখি! ব্যাপারটা আমার না-পছন্দ। আমার দ্বিতীয় কথা হইলোঃ এফ.ডি.সি-তে ওরা আমারে শেষ পর্যন্ত হীরো বানায়ে দিছিলো। কিন্তু এখানে তার কোনোই চান্স্ নাই।

ফুল বানুঃ চান্স্ না থাকাই ভালা।

কসিমঃ তার মানে?

ফুল বানুঃ আমার কথায় তুমি রাগ কইরো না। যহন তুমি ভিলেন আছিলা, আমি তহন তুমার ফ্যান আছিলাম। তুমার হিরু হওনের পর তুমি শ্যাষ! হিরু হইলে তুমারে ঠিক মানায় না।

কসিমঃ ফুল বানু-উ-উ! তুমি কিন্তুক বেশী কথা কইতাছো! এই স্বাধীন জামানায় আমার লগে 'তুমি' কইরা কথা কওনের সুযোগ পাইয়া ভাবতাছ যা খুশী তাই কইবা?

ফুল বানুঃ যা হাঁচা, তা তো কমুই। তুমার উশ্চারনের কুনো ঠিক-ঠিকানা নাই, আর হিরু হইয়া বসলা?

কসিমঃ এহ্, তুমার নিজের উশ্চারনের কি দশা, তা খেয়ালে আছে? ফের আমার উশ্চারনের ভুল ধরতে আসো!

ফুল বানুঃ আমি তো আর হিরুয়িন না যে, আমারে 'এসেচেন-বসেচেন' কইরা কথা কইতে হইবো! আর তা ছাড়া হিরু হইতে গেলে ধার ও ভার দুইডাই থাকন দরকার। আমাগো ঢাকার ফিল্ম লাইনের নায়ক রহমানভায়ের ধার-ভার দুইডাই আছিলো। কিন্তুক অ্যাক্সিডেন্টে পাও হারাইয়া তেনার জীবনডাই বরবাদ হইলো। তুমার ভার আছে, তবে কুনো ধার নাই।

কসিমঃ হে-ই! মুখ সামলায়া কথা কও। নাইলে এক থাপ্পড়ে তুমার বত্রিশ পাটি দাঁত খুইলা ফালামুনে!

ফুল বানুঃ তার লাইগাই তো কইতেছিলাম যে, ভিলেন হওন-ই তুমার সাজে। হিরু হওনের কাম নাই।

কসিমঃ হ, জানি জানি। তুমার সব সিক্রেট খবরও আমার জানা আছে। খালাতো ভায়ের কাছে স্যাকামাইসিন্ খাওনের পর গলায় দড়ি দিয়া সুইসাইড্ করছিলা। আবার বড়ো বড়ো কথা কও!

ফুল বানুঃ বেশ করসি! আমার নিজের জান আমি নিজে লইছি। তাতে কার কি আহে যায়! আমি কারো খাই না পরি!?

[সেই মুহূর্তেই কসিম ও ফুল বানুর ফেস্‌বুক বন্ধুত্ব ঘুচে গেল। ওদিকে উত্তমকুমার আর লিজ টেলরের মধ্যেও ফেস্‌বুক আলাপন চলছিল।]

লিজ টেলরঃ ডার্লিং, তুমি সবকিছু আমাকে ই-মেইল করে জানাও কেন?

উত্তমকুমারঃ সবকিছু তো নয়, কিছু কিছু ব্যাপার তোমাকে এবং অন্যদেরকে ই-মেইলের মাধ্যমে জানাই। বাকীটুকু তো ফেস্‌বুকের মাধ্যমেই চলে।

লিজ টেলরঃ হোয়াই নট্ এভ্‌রি থিং থ্রু ফেস্‌বুক? ফেস্‌বুকে সব সময় একটা আলাদা রকমের অ্যাড্‌ভেঞ্চার রয়েছে।

উত্তমকুমারঃ বি-ক-অ-জ, ইমেইল ইজ মোর প্রাইভেট দ্যান ফেস্‌বুক।

লিজ টেলরঃ তাই নাকি! তা আজ পর্যন্ত ই-মেইলে আমাকে কি কি প্রাইভেট আর রোমান্টিক বার্তা পাঠিয়েছ তুমি আমায়?

উত্তমকুমারঃ বোকার মতো কথা বোলো নাতো। প্রাইভেট হলেই সেটা রোমান্টিক হবে নাকি? অন্য কোনো দরকারী কথা প্রাইভেট হতে পারে না?

লিজ টেলরঃ তার চেয়ে বরং আরও ভাল হয় সেই পুরোনো দিনের মতো নিজ হাতে চিঠি লিখে খামে ভরে আমায় পাঠালে! শুনেছি এই অমরাবতীতেও নাকি ডাক-ব্যবস্থা চালু রয়েছে। তোমার তো আবার পুরোনো লাইফস্টাইল-ই বেশী পছন্দ। টেলিফোন করা, চিঠি লেখা। তারপর সকালবেলা জগিং করা, মোটা মোটা সব নভেল বই পড়া...

উত্তমকুমারঃ কেঁদে ফেলবে মনে হচ্ছে। তাও ভাল যে, আবেগ-টাবেগ এখনও তোমার রয়েছে। তবে ভুলে যেও না যে, ফেস্‌বুকে কান্নাকাটি করা যায় না। হাসাও নয়। ওগুলো করতে চাইলে টেলিফোন-ই ভাল। অথবা ডেটিং।

লিজ টেলরঃ টেলিফোনে কি আর সেই অন্য ধরনের মজাটা পাওয়া যায়, যেটা ইন্টারনেট যোগাযোগে আমরা পাই! তোমার ঐ এত সাধের চিঠির মাধ্যমেও তো হাসিকান্না প্রকাশ করা যায় না! তবে ওটার জন্য এত দরদ কেন?

উত্তমকুমারঃ চিঠির সাথে অন্য কিছুর তুলনা করতে যেও না। লাল-নীল খামে ভরা ব্যক্তিগত চিঠিপত্রের যুগ হারিয়ে যাওয়াতে মানুষের যে সর্বনাশটা ঘটে গেছে, তা কহতব্য নয়। সেই মানবিক ক্ষতি কস্মিনকালেও পূরণ হবার নয়।

লিজ টেলরঃ (ব্যঙ্গাত্মক স্বরে) ও-ও! তা-ই?? আমার কাছ থেকে সবকিছু শিখে আবার আমাকেই জ্ঞানদান করা হচ্ছে!!

উত্তমকুমারঃ এমন কঠিন কোনো বিষয় আমাকে শেখাওনি তুমি ডার্লিং। বিশেষ করে তোমাদের ঐ অত সাধের 'মুখমন্ডল বহি'-খানা জলের মতন সহজ।

লিজ টেলরঃ সেটা আবার কি?

উত্তমকুমারঃ 'ফেস্‌বুক'-এর বাংলা প্রতিশব্দ করলাম আর কি! জলের মতো সহজ এবং...

লিজ টেলরঃ এবং কি?

উত্তমকুমারঃ এবং বোরিংও।

লিজ টেলরঃ ফেস্‌বুক বোরিং! এ-কথা তুমি বলতে পারলে? পৃথিবীতে শেষ জীবনে ঐ একটি কর্ম করেই কিন্তু আমার সময় ভালভাবে কেটেছিল– সে কথা মনে রেখো।

উত্তমকুমারঃ সে তো কাটবেই। ওটা তো বুড়োবুড়ীদের-ই কাজ।

লিজ টেলরঃ কি বললে? ফেস্‌বুকিং বুড়োবুড়ীদের কাজ! উত্তম, তুমি কি এ-ব্যাপারে জ্ঞাত আছ যে, এখনও বর্তমান পৃথিবীতে ষাট বছরের ঊর্ধে যারা বেঁচে রয়েছে, তাদের শতকরা নিরানব্বই ভাগ মানুষই এ-সব অত্যাধুনিক প্রযুক্তিভিত্তিক বিনোদনের বিন্দু-বিস্বর্গও জানে না?

উত্তমকুমারঃ জানে না তাই রক্ষে! নইলে বুড়োবুড়ীরাই কিন্তু এটা নিয়ে সবচেয়ে বেশী মাতামাতি করত।

লিজ টেলরঃ এটা আবার কি ধরণের যুক্তি হল? আচ্ছা ঠিক আছে, বুড়োবুড়ীর কথা বাদ দাও। সত্যি কথাটা হল, বর্তমান পৃথিবীর তরুণ প্রজন্মের প্রায় শতকরা পঁচাত্তর ভাগ সদস্যই এখন এই ইন্টারনেট কাল্‌চারে হাবুডুবু খাচ্ছে। তার কি জবাব দেবে তুমি?

উত্তমকুমারঃ পৃথিবীতে বর্তমান প্রজন্মের শতকরা পঁচাত্তর ভাগ-ই নিষ্কর্মা। আর যারা নিষ্কর্মা, এটা তাদেরও কাল্‌চার।

লিজ টেলরঃ অন্ততঃ এটা তো মানছ যে, এটা একটা আল্‌ট্রা-মডার্ন কাল্‌চার?

উত্তমকুমারঃ হ্যাঁ, আল্‌ট্রা-মডার্ন। তবে খুব লো গ্রেডের একটা শ্যালো কাল্‌চার।

লিজ টেলরঃ উত্তম, তুমি মানুষের মনে অযথা আঘাত দিয়ে আনন্দ পাও। এটাই তোমার কাল্‌চার।

উত্তমকুমারঃ অযথা আঘাত দেই না। হেতু থাকলে বাধ্য হয়েই দেই। এবং আঘাত দিয়ে কোনো আনন্দলাভও করি না। এটা তুমিও জানো।

লিজ টেলরঃ শাট আপ! তুমি খুব অহঙ্কারী। কি ভেবেছ? সবাইকে তোমার মতো তথাকথিত ইন্টেলেক্‌চুয়াল হতে হবে? সবাইকে উত্তমকুমার, সেরাহ্ জোসেফা হেল কিংবা বার্নাড শ' হতে হবে? কারোই কখনও কসিম বা ফুল বানু হওয়া চলবে না?

উত্তমকুমারঃ আরেকটা নাম বাদ গেল!

লিজ টেলরঃ একদম চুপ্! আসল কথাটা আমি জানি।

উত্তমকুমারঃ কিসের আসল কথা?

লিজ টেলরঃ আসলে তুমি আমাকে মোটেও পছন্দ করো না। ভালো তো বাসোই না! আমার সব কিছুতেই তোমার কেবল নাক সিঁটকানো ভাব। আমি কিন্তু জানি কারণটা কি।

উত্তমকুমারঃ পাগলের মতো কি সব যা-তা বলছ!

লিজ টেলরঃ ঠিক-ই বলছি। আমি কসিমের কাছে সব শুনেছি।

উত্তমকুমারঃ কি শুনেছো?

লিজ টেলরঃ তুমি আসলে সেই মেয়েটার জন্য অপেক্ষা করে বসে আছো।

উত্তমকুমারঃ কোন্ মেয়েটার জন্য?

লিজ টেলরঃ যার সাথে তুমি বাংলা ফিল্মে জুটি বেঁধে সব চেয়ে বেশী জনপ্রিয়তা পেয়েছো।

উত্তমকুমারঃ তুমি কার কথা বলছো বলোতো?

লিজ টেলরঃ অতো ভেঙ্গে বলতে পারবো না। তুমি নিজেও জানো কার কথা বলছি আমি।

উত্তমকুমারঃ দ্যাখো লিজ, তুমি মনগড়া সব ব্যাপার নিয়ে খামোখা মাথা ঘামিয়ে মরছ।

লিজ টেলরঃ না, এগুলো কোনো মনগড়া ব্যাপার নয়। সব সত্যি।

উত্তমকুমারঃ তুমি খুব সন্দেহপ্রবন মানুষ।

লিজ টেলরঃ আমি মোটেও সন্দেহপ্রবন নই।

উত্তমকুমারঃ যে মেয়ের সাতবার ঘর ভাঙ্গে, সে আল্‌বত সন্দেহপ্রবন।

লিজ টেলরঃ (বেশ কিছুক্ষণ বিরতির পর) উত্তম, তুমি আমাকে এভাবে খোঁটা দিতে পারলে! আমার দুর্বল জায়গাটাতে এভাবে আঘাত দিতে তোমার একটুও বাধল না? (দীর্ঘ এক মিনিট সময়ের মধ্যেও মহানায়ক উত্তমকুমারের কাছ থেকে কোনো জবাব না পাওয়ার পর) তোমার কি করে মনে হল যে, লিজ টেলরের সাত বার ঘর ভাঙ্গার শুধু একটি মাত্রই কারণ, আর তা হচ্ছেঃ লিজ টেলর সন্দেহ-বাতিক?

উত্তমকুমারঃ তা আমি কি করে বলব বলো যে, ওটাই একমাত্র কারণ ছিল, নাকি তার আরও কোনো কারণ ছিল! আমি তো আর আদালত বসাইনি!

লিজ টেলরঃ রাখো তোমার আদালত! তোমরা পুরুষ মানুষগুলো না, স-ব এক! নিজেদের দোষ একেবারেই দেখতে পাও না। সে চোখই নেই তোমাদের।... আর যা লোভী একেকজন! খালি লিজ টেলরের টাকার দিকে নজর! খালি লিজ টেলরের দেহটার প্রতি আসক্তি! কেউ লিজ টেলরকে ভালোবাসত নাগো, কেউ না! কে-এ-উ না!!

উত্তমকুমারঃ তুমি কাউকে ভালোবাসোনি ম্যাডাম?

লিজ টেলরঃ কেবল একজনকে ভালোবেসেছিলাম। কিন্তু সে কথা এখন থাক। ভালোবাসা কি কখনও একমুখী হয়? একপক্ষ ভালো না বাসলে অন্য পক্ষ কি করে ভালোবাসতে পারে!

উত্তমকুমারঃ ঠিক কথা। তবে একতরফা ভালোবাসার ভুরিভুরি নজীরও কিন্তু রয়েছে।

[উত্তমকুমার পরিষ্কার টের পেলেন যে, এলিজাবেথ টেলর কাঁদছেন। লিজের বুকভাঙ্গা কান্না মনে মনে পরিষ্কার শুনতে পেলেন মহানায়ক। তাঁর মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। বেশী উত্তেজিত হয়ে পড়ার জন্য নিজের প্রতিও তাঁর রাগ হল। বিষন্ন মনে ধীরগতিতে মুখমন্ডল বহি আলাপনে ফিরে গেলেন তিনি। আলাপনটা শেষ হলে যেন বেঁচে যান উত্তম।]

উত্তমকুমারঃ লিজ! শোনো ডার্লিং, আমাকে তুমি লোভী পুরুষদের দলে ফেলো না। আমি কিন্তু মানুষটা মোটেও লোভী নই। লোভী হলে...

লিজ টেলরঃ সে তো জানিই। আর সে জন্যই তো তোমাকে এত আলাদা চোখে দেখেছিলাম।

উত্তমকুমারঃ এখন আর দেখছ না বুঝি?

লিজ টেলরঃ হুঁ, এখনও দেখছি।

উত্তমকুমারঃ দ্যাখো, সেই আগের পচা প্রসঙ্গটাতে আর ফিরে যেতে চাইছি না। তবু একটা কথা না বললেই নয়। তুমি আবার ইম্‌পালসিভ্ হয়ে পোড়ো না প্লীজ।

লিজ টেলরঃ বলো, কি কথা।

উত্তমকুমারঃ দ্যাখো, তুমি এই যে এইমাত্র আমায় বললে যে, তুমি আমায় আলাদা চোখে দেখ।... ইয়ে, আমি ঠিক জানি না, আমরা প্রেমে পড়েছি কিনা। তবে প্রেমে পড়লেই কিন্তু মানুষ এই আলাদা চোখে দেখার কথাটা বারবার ইনিয়ে-

বিনিয়ে বলতে থাকে।... তোমার মনে.. আমি... আবারও কষ্ট দিলাম নাতো?

লিজ টেলরঃ না, দাওনি ডার্লিং। এবার একটু আমার কথা শোনো। (দীর্ঘঃশ্বাস ফেলার শব্দ) এখানে এই অমরাবতীতে আবার নব-যৌবন ফিরে পেয়েছি বটে। কিন্তু দুনিয়াতে ঊনআশিটা বছরের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা তো আমার হারিয়ে যায়নি।... হায়রে একেকজন মানুষ! ছিঃ!! তাদের মুখে আমি থুথু দেই!

উত্তমকুমারঃ কেঁদো না ডার্লিং, কেঁদো না। কাঁদলে মানুষ ভীষণভাবে আবেগপ্রবন হয়ে পড়ে। আর আবেগপ্রবন হয়ে পড়লে সে ভুল করে। আবারও এক-ই ভুল করে। তুমি কি বুঝতে পারছো আমি কি বলতে চাইছি? বার বার এক-ই ভুল করা কি ঠিক?

লিজ টেলরঃ হ্যাঁ, আমি বুঝতে পারছি।... কিন্তু ইয়ে। তুমি কি ড্রিঙ্ক করছো নাকি?

উত্তমকুমারঃ হাঃ হাঃ হাঃ! ড্রিঙ্ক করব কেন? আচ্ছা, তোমার কিভাবে মনে হল যে, আমি ড্রাঙ্ক? পাগল কাঁহাকার! বিশ্বাস করো, আমি ড্রাঙ্ক নই। মুশকিল কি জানো? আমাকেও কেউ বিশ্বাস করে না। সবাই ভাবে আমি মিছেকথা বলছি। হাঃ হাঃ হাঃ!!

লিজ টেলরঃ না ডার্লিং, আমি ভাবি না। তুমি মিছেকথা বলার লোক নও। তুমি একেবারে আলাদা। পুরোপুরিভাবে আলাদা। কিন্তু.. কিন্তু...

উত্তমকুমারঃ কিন্তু কি ডার্লিং?

লিজ টেলরঃ তুমি এভাবে কথা বলছ কেন? রিচার্ডও ঠিক এভাবেই কথা বলত, যখন সে ড্রাঙ্ক হত। আমার ধারণা, এই মুহূর্তে তুমিও ড্রাঙ্ক।

উত্তমকুমারঃ কোন্ রিচার্ডের কথা বলছ? তোমার প্রাক্তন হাজব্যান্ড রিচার্ড বার্টন? আরে সেতো ছিল একটা স্যাডিস্ট। তুমি ওর সঙ্গে আমার তুলনা করলে? আমি কি স্যাডিস্ট্? হায়রে আমার কপাল!

লিজ টেলরঃ না-না, আমি তুলনা করিনি ডার্লিং। রিচার্ডের অন্য দোষ থাকলেও সে স্যাডিস্ট ছিল না। আর তুমি তো নওই! তুমি একেবারে ধোয়া তুলসি পাতা। উত্তমকুমার ইজ আ হোলি ইন্ডিয়ান হার্ব!

উত্তমকুমারঃ তুমি কিচ্ছুটি ভেবো না ডার্লিং। হে মুখমন্ডল বহি, হে ফেস্‌বুক এবং উহার পৃষ্ঠপোষক ইন্টার্নেট! তোমাদের এবারে দিলাম ছুটি! প্রেমের চাইতে নাহি কিছ বড়, নাহি কিছু মহীয়ান! আমাদের প্রেমের সাম্পান এবার মাঝ গাঙ্গে তরতরিয়ে ছুটবে। চীয়ার্‌স্ ডার্লিং, চীয়ার্স্! হিপ্ হিপ্ হিপ্ হুররে!! হাঃ হাঃ হাঃ!!!

[মহানায়ক উত্তমকুমার লাইন কেটে দিলেন। আর ওদিকে পরমা সুন্দরী এলিজাবেথ টেলর নতুন করে আবারও কাঁদতে বসলেন। অনেকদিন ভালো করে কাঁদা হয়নি তাঁর।]

সিডনী, ০১/০৪/২০১১

খন্দকার জাহিদ হাসানের আগের লেখাগুলো পড়তে এখানে টোকামারুন